শুভেচ্ছা ও স্বাগতম

খসড়া

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ২০২০

(২০২০ সালের ---নম্বর আইন)

খসড়া প্রণয়নে-হিন্দু আইন প্রণয়নে নাগরিক উদ্যোগ

সময়কালঃ মার্চ ২০২০

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, আওতা, প্রয়োগ ও প্রর্বতন-

(১)এই আইনটিকে **“হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ২০২০”** নামে অভিহিত করা হবে।

(২) আইনটি সমগ্র বাংলাদেশের হিন্দু নাগরিক ও যারা হিন্দু ধর্ম পালন করেন তাদের উপর প্রযোজ্য হবে।

(৩) সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে আইনটি কার্যকর হবে।

২। সংজ্ঞা - বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এই আইনে-

“উত্তরাধিকারী” বলতে বোঝায় এমন ব্যক্তি (পুরুষ, নারী ও হিজরা) যে তার মৃত আত্মীয়র সম্পত্তি এই আইনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারীদের শ্রেণী বিন্যাস অনুসারে একটি অংশ পাওয়ার যোগ্য;

“সন্তান” বলতে বোঝায় বিবাহিত বা অবিবাহিত পুত্র, কন্যা, দত্তক পুত্র ও দত্তক কন্যা, প্রতিবন্ধী ও হিজরা (তৃতীয় লিঙ্গ) সন্তান;

- **“হিন্দু ব্যক্তি”** বলতে বোঝায় বাংলাদেশের হিন্দু নাগরিক ও যারা হিন্দু ধর্ম পালন করেন এমন নারী, পুরুষ, প্রতিবন্ধী ও হিজরা(তৃতীয় লিঙ্গ) হতে পারেন;

- **“সম্পত্তি”** বলতে বোঝায় স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি, কৃষি জমি, ব্যবসা, চাকুরী থেকে উর্পাজিত সম্পত্তি;

- **“অপ্রাপ্ত বয়স্ক”** বলতে বোঝায় ১৮ বৎসর পূর্ণ হয়নি এমন ছেলে ও মেয়ে সন্তান;

- **“অভিভাবক” হচ্ছে অভিভাবকত্ব ও প্রতিপাল্য আইন-১৮৯০ অনুসারে এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত বা ঘোষিত অভিভাবক এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যাক্তির ভরণ-পোষণ বহনকারী ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।**

- **“বৈমাত্রেয়”** বলতে বোঝায় দুজন ব্যক্তি পরস্পরের মধ্যে বৈমাত্রেয় সর্ম্পকে সর্ম্পকিত যখন তারা ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর দ্বারা এবং একই স্বামীর মাধ্যমে বংশধর;

- **“সগোত্র”** বলতে বোঝায় মৃত ব্যক্তির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর উত্তরাধিকার বাদে তার বাবা ও মায়ের দিকের দূরবর্তী আত্মীয়গণ।

৩। আইনের প্রাধান্য-

বর্তমানে বলবৎ হিন্দু উত্তরাধিকার সংশ্লিষ্ট অন্যকোন আইন, রীতি নীতি, প্রথা যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাবে।

হিন্দু ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার

৪। উত্তরাধিকারীদের শ্রেণী বিন্যাস

একজন হিন্দু ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি বিভিন্ন উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সর্ম্পকের নৈকট্যের ভিত্তিতে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী ও চতুর্থ শ্রেণী হিসাবে সম্পত্তি বন্টন করা হবে। কে কোন পর্যায়ের উত্তরাধিকার এবং কিভাবে সম্পত্তি পাবেন বিস্তারিত উপধারা-ক,খ,গ ও ঘ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

(ক) প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণঃ

প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণ মৃত ব্যক্তির প্রথম ধাপের সরাসরি আত্মীয় তাই তারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার হবেন। উত্তরাধিকারের তালিকায় যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে সমান অংশে সম্পত্তি বন্টন করা হবে। কেউ বেঁচে না থকলে তার অংশটি সহ সবার মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা হবে। যে বেঁচে নেই তার অংশটি তার কোন আত্মীয়র কাছে যাবেনা। শুধু যাদের নাম তালিকায় আছে তারাই সম্পত্তির অংশ পাবেন। সব উত্তরাধিকারীরা তাদের প্রাপ্ত অংশটি দান, বিক্রি, ব্যবসার কাজ বা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন-

- মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, স্ত্রী/স্বামী, মা, বাবা, দত্তক পুত্র ও দত্তক কন্যা, প্রতিবন্ধী ও হিজরা (তৃতীয় লিঙ্গ) সন্তান
- মৃত ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে এমন পুত্র সন্তানের পুত্র ও কন্যা সন্তান(পৌত্র ও পৌত্রি/নাতী ও নাতনী) ও মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী
- মৃত ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে এমন কন্যা সন্তানের পুত্র ও কন্যা সন্তান(পৌত্র ও পৌত্রি/নাতী ও নাতনী);
- তবে মৃত ব্যক্তির বাবা, মার মৃত্যুর পর তাদের সম্পত্তির অংশটি যে সন্তানের কাছ থেকে তারা পেয়েছিল সেই পুত্র বা কন্যার সন্তানগণ সমান অংশে পাবে।
- মৃত ব্যক্তির জীবিতকালে এবং তার মৃত পুত্রের জীবিতকালে যদি তার পৌত্র/নাতী মারা যায় তাহলে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর মৃত পুত্রের অংশটি মৃত পুত্রের পুত্র ও কন্যা (মৃত ব্যক্তির ছেলের ঘরের পুতি ও পুতনী/ প্রোপৈত্র ও প্রৌপত্রী)
- - মৃত ব্যক্তির জীবিতকালে এবং তার মৃত কন্যার জীবিতকালে যদি তার কন্যা মারা যায় তাহলে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর মৃত কন্যার অংশটি মৃত কন্যার পুত্র ও কন্যা (মৃত ব্যক্তির মেয়ের ঘরের প্রোপৌত্র ও পৌপত্রী

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণঃ

দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণ মৃত ব্যক্তির দ্বিতীয় ধাপের সরাসরি আত্মীয়। প্রথম শ্রেণীর কোন উত্তরাধিকার বেঁচে না থাকলে দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারীরা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার হবেন। উত্তরাধিকারের তালিকায় যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে সমান অংশে সম্পত্তি বন্টিত হবে। কেউ বেচেঁ না থকলে তার অংশটি সহ সবার মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা হবে। যে বেচেঁ নেই তার অংশটি তার কোন আত্মীয়র কাছে যাবেনা। শুধু যাদের নাম তালিকায় আছে তারাই সম্পত্তির অংশ পাবে। সব উত্তরাধিকারীরা তাদের প্রাপ্ত অংশটি দান, বিক্রি, ব্যবসার কাজ বা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলেন-

- মৃত ব্যক্তির সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাই। সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাই বেচেঁ না থাকলে তার অংশটি তার পুত্র, কন্যা ও বিধবা স্ত্রী সমান অংশে পাবে
- মৃত ব্যক্তির সহোদর ও বৈমাত্রেয় বোন। সহোদর ও বৈমাত্রেয় বোন বেচেঁ না থাকলে তার অংশটি তার পুত্র ও কন্যা সমান অংশে পাবে
- মৃত ব্যক্তির পিতার পিতা(ঠাকুরদাদা/পিতামহ)
- মৃত ব্যক্তির পিতার মাতা(ঠাকুরমা/পিতামহী)
- মৃত ব্যক্তির মাতার পিতা(দাদু/মাতামহ)
- মৃত মৃত ব্যক্তির মাতার মাতা(দিদিমা/মাতামহী)

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণঃ

তৃতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণ মৃত ব্যক্তির তৃতীয় ধাপের সরাসরি আত্মীয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন উত্তরাধিকার বেচেঁ না থাকলে তৃতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারীরা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার হবেন। উত্তরাধিকারের তালিকায় যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে সমান অংশে সম্পত্তি বন্টিত হবে। কেউ বেঁচে না থাকলে তার অংশটি সহ সবার মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা হবে। যে বেচেঁ নেই তার অংশটি তার কোন আত্মীয়র কাছে যাবেনা। শুধু যাদের নাম তালিকায় আছে তারাই সম্পত্তির অংশ পাবে। সব উত্তরাধিকারীরা তাদের প্রাপ্ত অংশটি দান, বিক্রি, ব্যবসার কাজ বা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলেন-

মৃত ব্যক্তির পিতার সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাই (কাকা বা জ্যাঠা) পিতার ভাই একাধিক হলে প্রাপ্ত অংশটি সবার মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হবে;

মৃত ব্যক্তির পিতার বোন(পিসি)

মৃত ব্যক্তির মাতার ভাই(মামা)। মাতার ভাই একাধিক হলে প্রাপ্ত অংশটি সবার মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হবে;

মৃত ব্যক্তির মাতার সহোদর ও বৈমাত্রেয় বোন(মাসি)। মাতার সহোদর ও বৈমাত্রেয় বোন একাধিক হলে প্রাপ্ত অংশটি সবার মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হবে;

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণঃ

চতুর্থ শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণ মৃত ব্যক্তির চতুর্থ ধাপের সরাসরি আত্মীয়। তৃতীয় শ্রেণীর কোন উত্তারাধিকার বেচেঁ না থাকলে চতুর্থ শ্রেণীর উত্তারাধিকারীরা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তারাধিকার হবেন। উত্তারাধিকারের তালিকায় যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে সমান অংশে সম্পত্তি বন্টিত হবে। কেউ বেচেঁ না থকলে তার অংশটি সহ সবার মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা হবে। যে বেচেঁ নেই তার অংশটি তার কোন আত্মীয়র কাছে যাবেনা। শুধু যাদের নাম তালিকায় আছে তারাই সম্পত্তির অংশ পাবে। সব উত্তারাধিকারীরা তাদের প্রাপ্ত অংশটি দান, বিক্রি, ব্যবসার কাজ বা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

চতুর্থ শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলেন-

মৃত ব্যক্তির পিতার সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র ও কন্যা

মৃত ব্যক্তির পিতার বোনের পুত্র ও কন্যা

মৃত ব্যক্তির মাতার সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র ও কন্যা

মৃত ব্যক্তির মাতার বোনের পুত্র ও কন্যা

৫। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উইল

কোন হিন্দু ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ উইল করতে পারবেন। তিনি তার সম্পত্তির পূর্ণ অংশ উইল করতে পারবেন না।

৬। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্ত

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির সম্পত্তি অভিভাবকত্ব ও প্রতিপাল্য আইন-১৮৯০ অনুসারে এর অধীন আদালত কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত বা ঘোষিত অভিভাবক এর তত্ত্বাবধানে থাকবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর অর্থাৎ ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর নিয়োগকৃত অভিভাবক তার তত্ত্বাবধানে থাকা সম্পত্তি প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে হস্তান্তর করবেন।

৭। নিঃসন্তান দম্পতির সম্পত্তির উত্তরাধিকার

- নিঃসন্তান দম্পতির মধ্যে একজনের মৃত্যুর পর অর্থাৎ স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির বাবা, মা বেচেঁ থাকলে বাবা, মা ও মৃত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে সম্পত্তিটি সমান তিনটি অংশে বিভক্ত হবে।
- নিঃসন্তান দম্পতির মধ্যে একজনের মৃত্যুর পর অর্থাৎ স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর ১ম শ্রেণীর কোন উত্তরাধিকারী কেউ বেচেঁ না থাকলে জীবিত স্বামী বা স্ত্রী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির পূর্ণ অংশ পাবেন।
- **ব্যতিক্রমঃ**
- নিঃসন্তান দম্পতির উভয়ের মৃত্যুর পর অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রীর মৃত্যুর পর মৃত স্বামীর সম্পত্তি তার সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাই, বোন সমান অংশে পাবে অথবা ভাই, বোন বেঁচে না থকলে ভাইয়ের পুত্র, কন্যা ও বোনের পুত্র ও কন্যারা সমান অংশে পাবেন।
- একইরকমভাবে স্ত্রীর সম্পত্তি তার সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাই, বোন সমান অংশে পাবে অথবা ভাই, বোন বেঁচে না থকলে ভাইয়ের পুত্র, কন্যা ও বোনের পুত্র ও কন্যারা সমান অংশে পাবেন।
- সব উত্তরাধিকারীরা তাদের প্রাপ্ত অংশটি দান, বিক্রি, ব্যবসার কাজ বা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।

৮। উত্তরাধিকারের সূত্র/ধারা

- উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে, যারা প্রথম শ্রেণীভূক্ত তারা পারস্পরিকভাবে অন্য পর্যায়ের উত্তারাধিকারীদের বাদ দিয়ে সম্পত্তির অংশ সমানভাবে গ্রহণ করবেন;
- প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীরা যদি কেউ জীবিত না থাকেন তাহলে দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে যারা অর্ন্তভুক্ত তারা তৃতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের বাদ দিয়ে সমান অংশে সম্পত্তি গ্রহণ করবেন;
- দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারীরা কেউ জীবিত না থাকেন তাহলে তৃতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারীরা চতুর্থ শ্রেণীর উত্তরাধিকারদের বাদ দিয়ে সমান অংশে সম্পত্তি গ্রহণ করবেন,
- তৃতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারীরা কেউ জীবিত না থাকেন তাহলে চতুর্থ শ্রেণীর উত্তরাধিকারীরা সমান অংশে সম্পত্তি গ্রহণ করবেন, এবং এভাবেই উত্তরাধিকার সূত্র বির্বতিত হবে।
- উপরে উল্লেখিত কোন শ্রেণীর উত্তরাধিকারীরা বেঁচে না থকলে সম্পত্তিটি সগোত্রীয়দের মধ্যে বন্টন করা হবে।

৯। একজন হিন্দু নারী, পুরুষ ও হিজরা (তৃতীয় লিঙ্গ) ব্যক্তির নিজের অর্জিত সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে তার নিজের সম্পত্তি

একজন হিন্দু নারী,পুরুষ, প্রতিবন্ধী ও হিজরা (তৃতীয় লিঙ্গ) ব্যক্তি তার নিজের অর্জিত যে কোন সম্পত্তি, সেটি এই আইন প্রর্বতিত হওয়ার পূর্বে বা পরে যখনই অর্জিত হোক, সেটি সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে। সম্পত্তিটি সে উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা উইলমূলে, স্ত্রীধন হিসাবে, অথবা ভরণপোষণের পরিবর্তে এবং ভরণপোষণের বকেয়া বাবদ অথবা কোন ব্যক্তির নিকট হতে দানসূত্রে আত্মীয় হোন বা না হোন এবং যেটি সে বিবাহের পূর্বে বা পরে, অথবা নিজ দক্ষতা বা উদ্যেগ দ্বারা অথবা খরিদ দ্বারা বা ব্যবস্থাপত্র দ্বারা অথবা চাকুরী, ব্যবসা দ্ধারা অর্জন করেছেন।

এবং এই সম্পত্তি সে নিজে বিক্রি, দান বা ব্যবসার কাজে লাগাতে পারবেন।

১০। মাতৃগর্ভে থাকা শিশুর অধিকার

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় যে সন্তানটি মাতৃগর্ভে ছিল এবং সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পর সন্তানটি জন্ম গ্রহণ করলে সেই সন্তানটি একইরূপে সম্পত্তির উত্তরাধিকার হবে এবং সেই ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ হতে উত্তরাধিকারের অধিকার বর্তাবে।

১১। একই সময় মৃত্যুর ব্যাপারে অনুমান

যখন একই সময় দুজন ব¨ক্তির মৃতু¨ হয় তখন কোন ব¨াক্তি আগে মারা গেছে সে বিষয়টি নির্ধারণ করা দুস্কর/অনিশ্চিত হয়ে দাড়ায়, তখন অগ্রজ অনুজের আগে মারা গিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

১২। সম্পত্তি অর্জনের অগ্রাধিকার

(১)কোন সম্পত্তিতে বা ব¨বসায় কোন স্বার্থ কোন উত্তরাধিকার একাকী বা যৌথভাবে ভোগ করতে পারেন। যার সম্পত্তি তিনি মারা গেলে সেটি দুই বা ততোধিক উত্তরাধিকারীদের উপর উত্তরাধিকারীদের শ্রেণী বিন¨াস অনুয়ায়ী বন্টন করা হবে। এবং সেই উত্তরাধিকারীগণের মধে¨ কেউ যদি সেই সম্পত্তি বা ব¨বসায় তার অংশটি হস্থান্তর করতে চান, তখন অপর উত্তরাধিকারীরা সেই প্রস্তাবিত অংশের হস্তান্তরটি অর্জনে অগ্রাধিকার পাবেন।

(১)উত্তরাধিকারীদের শ্রেণী বিন¨াস ৪ ধারানুযায়ী কোন উত্তরাধিকার তার কোন অংশ বিক্রির জন¨ প্রস্তাব দেন, তাহলে যে উত্তারাধিকার সর্বাধিক দাম দিতে রাজি থাকবেন, তিনি অগ্রাধিকার পাবেন।

১৩। যারা সম্পত্তির উত্তরাধিকারের যোগ্য হবেন না

ক. বিধবা স্ত্রী পুর্নবিবাহের ফলে বিধবা হিসাবে উত্তরাধিকার

মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যিনি বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ তার জীবিতকালে তার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী, ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে বিধবা রূপে ওয়ারিশ সূত্রে দাবীদার হবেন না, যদি সম্পত্তি বন্টনের সময় বা এর পূর্বে তিনি পূর্ণবিবাহ করে থাকেন।

খ. বিপত্মীক পুরুষ পুর্নবিবাহের ফলে বিপত্মীক হিসাবে উত্তরাধিকার

কোন মৃত নারীর সম্পত্তি **বিপত্মীক** রূপে তার স্বামী উত্তরাধিকার হিসাবে দাবীদার হবেন না, যদি সম্পত্তি বন্টনের সময় বা এর পূর্বে তিনি পূর্ণবিবাহ করে থাকেন।

গ. ধর্মান্তরিত ব্যক্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণ

কোন হিন্দু নারী, পুরুষ বা হিজরা (তৃতীয় লিঙ্গ) যদি উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি গ্রহণ করার পূর্বে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা ধর্মান্তরিত না হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তির সম্পত্তির অংশটি তার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সমান অংশে পাবেন।

কোন হিন্দু নারী, পুরুষ বা হিজরা (তৃতীয় লিঙ্গ) যদি উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি গ্রহণ করার পর

অন্য ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা ধর্মান্তরিত না হয় তাহলে তারা উক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন।

ঘ.আদালত কর্তৃক খুনের দায়ে দোষী সাবস্ত্য ব্যক্তি

যদি কোন ব্যাক্তি নিম্ন ও উচ্চ আদালত কর্তৃক খুনের দায়ে দোষী সাবস্ত্য হন তাহলে সে(খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি) যে ব্যক্তিকে হত্যা করেছে সেই ব্যক্তির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার হবেন না।

১৪. যে ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় সক্ষম নয়

যে ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা করার মত অবস্থায় নেই সে এই আইনের দ্ধারা সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেনা। কিন্ত তার প্রাপ্ত উত্তরাধিকারের অংশ অন্য কোন উত্তরাধিকার কাছে সংরক্ষিত থাকতে পারে তবে সেটি আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হতে হবে । এছাড়া একাধিক ব্যক্তি তার দেখাশুনার দায়িত্ব নিতে চাইলে সে বিষয়টি আদালতের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে।

তবে অবশ্যই তার অসুস্থতা মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক সার্টিফিকেট দ্বারা প্রমানিত হতে হবে।

১৫। উত্তরাধিকারীগণের অনুপস্থিতিতে সগোত্রীয় আত্মীয়গণ সম্পত্তির দাবীদার হবেন

যদি কোন ব্যক্তি উইল করে না যান বা তার প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থ কোন উত্তারাধিকার জীবিত না থাকেন তাহলে সেই সম্পত্তি তার সগোত্রীয় আত্মীয়গণ দাবী করতে পারবেন। এবং সেই সম্পত্তিতে যে সমস্ত দায় দায়িত্ব জড়িত রয়েছে সেগুলি একজন সগোত্রীয় উত্তরাধিকারের হিসাবে তাকে পালন করতে হবে।

১৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন।

১৭। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (অঁঃযবহঃরপ ঊহমষরংয ঞবীঃ) প্রকাশ করবেন। (২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

ধন্যবাদ